অনৈক্য ও দেশপ্রেম!

ইতিহাস পরিষদের পক্ষে এফ রহমান কর্তৃক
প্রকাশিত ও প্রচারিত

অনৈক্য

ও

দেশপ্রেম !

www.nagorikpathagar.org

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হারিয়ে যাচ্ছে কেন?

এম. এ. মোহাইমেন

স্বাধীনতার পর বিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। জনজীবনে স্বস্তির বদলে দুঃখ-দুর্দশা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। লুটপাট, ঘুষ, দুর্নীতি, অরাজকতা আজ চারদিক থেকে জনজীবনকে নিষ্পেষিত করে চলেছে, যার থেকে মুক্তির জন্য সাধারণ মানুষ সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক সরকার বর্তমানে ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু এ সরকার দুর্নীতি দমন বা উন্নয়নমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তার সাফল্যের জন্য সর্বশ্রেণীর মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন দরকার। এই সমর্থনের জন্য প্রয়োজন দেশের সকল মানুষের চিন্তার ও কর্মের ঐক্য। দেশকে সর্ব প্রকার জটিলতা ও সংকট থেকে মুক্ত করার জন্য সকলের দৃঢ় একতাবদ্ধ প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু নানা প্রকার স্বার্থের সংঘাতে দেশের মানুষ এমনিতেই যখন বেশ কিছু বিভক্ত, সে অবস্থায় স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের ধুয়া তুলে তাদেরকে আরো বিভক্ত করবার চেষ্টা চালাচ্ছেন কতিপয় বুদ্ধিজীবী ও তাদের প্রভাবাধীন রাজনৈতিক দলগুলি। স্বাধীনতার চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হারিয়ে যাওয়ার নামে অতি চিৎকারে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত করে জনগণকে আরো বিভক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লোকে হারিয়ে ফেলছে কেন? এ চেতনা তো মুক্তিযুদ্ধের গল্প, গাথা ও আলোচনা, প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারী একমাসব্যাপী বাংলা একাডেমীর মেলা ও বক্তৃতা, ষোলই ডিসেম্বরে বিজয় দিবসের আলোচনা-বিবৃতির কারণে দিন দিন আরো জোরদার হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তা না হয়ে এ চেতনা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে কেন? এটা সত্যি গভীরভাবে ভাববার বিষয়।

> *'স্বাধীনতার পর বিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। জনজীবনে স্বস্তির বদলে দুঃখ-দুর্দশা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। লুটপাট, ঘুষ, দুর্নীতি, অরাজকতা আজ চারদিক থেকে জনজীবনকে নিষ্পেষিত করে চলেছে, যে অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য জনসাধারণ মানুষ, সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণে যাচ্ছে।'*
>
> *'নানা প্রকার স্বার্থের সংঘাতে দেশের মানুষ এমনিতেই যখন বেশ কিছুটা বিভক্ত সে অবস্থায় স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের ধুয়া তুলে তাদেরকে আরো বিভক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন কতিপয় বুদ্ধিজীবী ও তাদের প্রভাবাধীন রাজনৈতিক দলগুলো।'*

www.nagorikpathagar.org

গত বিশ বছরে স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের প্রশ্নে মানুষের মনোভাবে ও চিন্তাধারায় যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনার সব চাইতে বড় ধারক, বাহক ও সমর্থক। এরা বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। কিন্তু বিএনপি, জামাত ও জাতীয় পার্টি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, বাঙালী জাতীয়তাবাদে নয়। জাতীয় পার্টি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা না দিলেও তাদের অধিকাংশ নেতা এক সময় জিয়াউর রহমানের বিএনপিতে ছিলেন বলে সহজেই ধরে নেয়া যায় যে, এরাও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সমর্থক। এই তিনটি দল গত নির্বাচনে সংসদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশের অধিক সিটে নির্বাচিত হয়েছে।

'শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনার সব চাইতে বড় ধারক, বাহক ও সমর্থক। এরা বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। কিন্তু বিএনপি, জামাত ও জাতীয় পার্টি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, বাঙালী জাতীয়তাবাদে নয়।'

নির্বাচনের প্রথম থেকেই আওয়ামী লীগ প্রচার করে আসছিলো যে, বিএনপি, জামাত প্রভৃতি দলগুলি স্বাধীনতার বিরোধী পক্ষ। জামাত হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করেছে আর জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধা হলেও শাহ্ আজিজুর রহমান, মাওলানা মান্নান প্রভৃতি স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের বিরোধী কাজ করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূলে কুঠার-আঘাত করেছেন। তাই নির্বাচনে তাদের ভোট দেওয়া মানে স্বাধীনতার আদর্শ ও চেতনার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া। আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী দলগুলির এ সুস্পষ্ট নির্দেশ ও প্রচারণার পরও দেশের অধিকাংশ লোক যখন বিএনপি ও জামাতকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলো, তখন কি এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে গেলো না যে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ সম্বন্ধে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী দলগুলির সংজ্ঞা দেশবাসী প্রত্যাখ্যান করেছে? বাস্তবেও তাই ঘটেছে। স্বাধীনতার বিশ বছর পর দেশবাসী আর স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের কথা বলে চেঁচামেচি-গালাগালি মোটেই পছন্দ করে না। দেশের অধিকাংশ লোক মনে করে বর্তমান সংকট মুহূর্তে জাতীয় সমস্যাগুলির মোকাবেলার জন্য দেশের জনগণ যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে না পারে সে উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির জন্যই কতগুলি স্বার্থান্বেষী মহল থেকে বার বার স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের কথা তুলে দেশে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

'জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধা হলেও শাহ্ আজিজুর রহমান, মাওলানা মান্নান প্রভৃতি স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের বিরোধী কাজ করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তাই বিএনপিকে ভোট দেওয়া মানে স্বাধীনতার আদর্শের ও চেতনার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া। -আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী দলগুলোর এ সুস্পষ্ট নির্দেশ ও প্রচারণার পরও দেশের অধিকাংশ লোক যখন বিএনপি ও জামাতকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলো, তখন কি এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে গেলো না যে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ সম্বন্ধে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী দলগুলোর সংজ্ঞা দেশবাসী প্রত্যাখ্যান করেছে? বাস্তবেও তাই ঘটেছে।'

'স্বাধীনতার বিশ বছর পর দেশবাসী আর স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের কথা বলে চেঁচামেচি, গালাগালি মোটেই পছন্দ করে না। দেশের অধিকাংশ লোক মনে করে, বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে জাতীয় সমস্যাগুলোর মোকাবিলার জন্য দেশের জনগণ যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে না পারে সে উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির জন্যই কতকগুলো স্বার্থান্বেষী মহল থেকে বার বার স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের কথা তুলে দেশে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

গত বিশ বছর থেকে দুই-একটা পত্রিকা ছাড়া প্রায় সবগুলি পত্র-পত্রিকা স্বাধীনতার চেতনার পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে এসেছে। টিভি রোজ সংবাদ পাঠের সময় দিনে তিন-চার বার 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলো যারা আমরা তোমাদের ভুলবো না' এ গানটি গেয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে জাগিয়ে রেখেছে। তথাপি মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের মনোভাবের এ পরিবর্তনের কারণ কি এটা আলোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৭১ সনে যে ছেলেটির বয়স ছিল সাত-আট বৎসর তার এখন বয়স হয়েছে ২৭ বা ২৮ বৎসর। সে এখন পূর্ণ যুবক। স্বাধীনতার পূর্বে সুদীর্ঘ ২৫ বছর পর্যন্ত পশ্চিমাদের সঙ্গে আমাদের যে সংঘাত, রেষারেষি ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব ছিল এবং সে সংঘাত ও দ্বন্দ্বের কারণে যে আক্রোশ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল তার কিছুই সে দেখেনি; বরং সে চাল, ডাল, নুন, তেল, কাপড়-চোপড় সবগুলি তখন অত্যন্ত সস্তায় কিনেছে। যা আজকে তাকে বিশ-পঁচিশগুণ অধিক দামে কিনতে হচ্ছে বলে জন জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। '৭১ সালের আগে জীবন ছিল আজকের চাইতে অনেকটা সহজ ও কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। অভাব তখনও ছিল কিন্তু এরূপ মারাত্মক আকারে ছিল না। তাই স্বাধীনতার চেতনা-মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথায় পাকিস্তান আমলে অন্যায়-অবিচারের দগদগে স্মৃতি আমাদের ত্রিশোর্ধ ব্যক্তিদের মনে যে সাড়া জাগায়

www.nagorikpathagar.org

আজকের ২৫/২৭ বৎসরের যুবক-যুবতীর অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের মনে সে সাড়া জাগায় না। তাই এসব কথা নিয়ে যারা বেশী করে চেঁচামেচি-কান্নাকাটি করছে তারা যে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে এটা তারা বুঝতে পারছে না।

স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের প্রশ্নে দেশের অনেকে যে জামাতকে এখন আর দেশদ্রোহী বা স্বাধীনতার শত্রু বলে মনে করে না তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো গত নির্বাচনে প্রদত্ত সমগ্র ভোটের তাদের তেরো পার্সেন্ট ভোট পাওয়া। এত ভোট পাওয়া সোজা কথা নয়। তারা আজকে দেশের রাজনীতিতে একটা স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত শক্তি। সংখ্যার দিক থেকে বলতে গেলে তারা প্রায় এক কোটি লোকের প্রতিনিধিত্ব করছে। এ অবস্থায় তাদেরকে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি বলে উল্লেখ করে দেশের সকল প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে সকল মঙ্গল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। আজ সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গনকে অচল করে দিয়ে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ধ্বংস করে দিচ্ছে। তিন বছরের শিক্ষা কোর্স সাত-আট বছরেও শেষ হচ্ছে না বলে ছেলেরা চাকুরী বা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে না পেরে মস্তান হয়ে সমাজ জীবনকে কলুষিত করে তুলেছে।

ঘুষ, দূর্নীতিতে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। কোথাও সে স্বাভাবিক অধিকারে তার ন্যায্য পাওনা পাচ্ছে না। সর্বত্র শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। দুর্নীতিবাজ শ্রমিক নেতা ও সরকারের ভুল নীতির ফলে দেশের অধিকাংশ কলকারখানা আজ বন্ধ। ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আজ বেকার হয়ে পড়ছে। ভারতীয় দ্রব্যে বাংলাদেশের বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। পরিবহন জগতে অরাজকতার ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গিয়ে শত শত লোকের মৃত্যু ঘটাচ্ছে। প্রায়ই কারণে-অকারণে যানবাহন ধর্মঘট হওয়ার ফলে হাজার হাজার যাত্রী ভোগান্তির সম্মুখীন হচ্ছে।

এগুলি সবই জাতীয় সমস্যা, যার সমাধান সরকারের পক্ষে এককভাবে করা সম্ভব নয়। দেশের অধিকাংশ লোকের সক্রিয় সমর্থন এর জন্য প্রয়োজন। অধিকাংশ লোকেরই সমর্থন পেতে হলে সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের সমর্থন একান্ত প্রয়োজন। তাই এই মুহূর্তে জামাত, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলিকে স্বাধীনতার বিরোধী পক্ষ বলে গালাগালি না করে দেশের মৌলিক সমস্যাগুলির মোকাবিলার জন্য তাদের সমর্থনকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগানো উচিত বলে দেশবাসী মনে করে।

আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলি, যারা নিজেদেরকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক, বাহক ও একমাত্র সোল এজেন্ট মনে করে, তারাও

www.nagorikpathagar.org

মুখে যাই বলুক না কেন, অন্তরে যে তারা জামাতকে আর স্বাধীনতার শত্রু বলে মনে করে না তার প্রকৃত প্রমাণ হলো এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় জামাতের সমর্থন আদায়ের জন্য চার ঘন্টাব্যাপী সংসদ ভবনে জামাতের সঙ্গে গোপন রুদ্ধদ্বার বৈঠকে আলোচনা করা। এরপর অধ্যাপক গোলাম আযমের আশীর্বাদ লাভের জন্য আওয়ামী লীগ কর্তৃক তাদের প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে গোলাম আযমের নিকট প্রেরণ। গত ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হাসিনার নাম উল্লেখ না করে বলেনঃ "মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলবেন আর নিজেদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে একজন স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে পাঠিয়ে দেবেন দোয়া নেওয়ার জন্য, তা কি করে হয়?" (ইনকিলাব রিপোর্ট, ১৪ অক্টোবর) এতেই দিবালোকের মতো স্বচ্ছ হয়ে যায় যে, মুখে যাই বলুক না কেন, জামাত ও অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রতি আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থক অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর ধারণার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে।

এ অবস্থায় স্বাধীনতার পক্ষ বলে যে সব দল, সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের মনে করেন তাদেরকে বর্তমান পরিবর্তিত বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে সবকিছু বিবেচনা করতে হবে। দেশের সর্বোচ্চ পদের জন্য বিএনপি প্রার্থী আবদুর রহমান বিশ্বাস এবং সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী যে দলের নেতার আশীর্বাদ লাভের জন্য তাঁর বাসভবনে গিয়েছেন, সে দলকে আর উপেক্ষা বা অস্বীকৃতি জানিয়ে কোন লাভ আছে কি?– না তার পিছনে কোন যুক্তি আছে? সর্ববৃহৎ দুই দলের দুই প্রার্থী গোলাম আযমের বাসভবনে উপস্থিত হয়ে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন, গোলাম আযম এদেশেরই নাগরিক, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি যে ভূমিকাই গ্রহণ করে থাকুন না কেন এখন তিনি সর্বদোষমুক্ত এবং বর্তমানে দেশের মঙ্গলজনক সর্বপ্রকার ক্রিয়া–কর্মে তাঁর অংশগ্রহণের পরিপূর্ণ অধিকার আছে। এ সত্যকে অস্বীকার করে স্বাধীনতার পক্ষ–বিপক্ষের ধুয়া তুলে বাস্তব সত্যকে যারা অস্বীকার করে দেশের বিভক্তি আনতে চায়, তারা দেশের বাইরের কোন শক্তির ইঙ্গিতেই এটা করছে বলে দেশবাসী মনে করবে।

[২৫–১০–৯১–এ প্রকাশিত দৈনিক ইনকিলাবের সৌজন্যে]

www.nagorikpathagar.org

দেশপ্রেম !

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

দেশপ্রেমের সংজ্ঞাঃ

দেশপ্রেম বিষয়ক একটি রচনা লেখার জন্য আমার কতিপয় বন্ধু বেশ কিছুদিন যাবত তাগাদা করে আসছেন। কোন্‌টাকে দেশপ্রেম বলবো আর কোন্‌টাকে দেশদ্রোহিতা বলবো এই নিয়ে কোন কূলকিনারা করতে পারিনি বলে রচনাটি লেখার কাজে হাত দিতে পারিনি।

যখন প্রাইমারীতে বা হাইস্কুলে পড়েছি, তখন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'পাক সারজমিন শাদবাদ' জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছি এবং ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের চান-তারা মার্কা সবুজ পতাকা উড়িয়ে মহা আনন্দে স্বাধীনতা দিবস পালন করেছি। রচনাটি লিখতে বসেই বিপদে পড়লাম। সেই সময় আমার কোন দেশপ্রেম ছিল কি না বা ১৯৭১ সালের আগে যাদের জন্ম হয়েছিল তাদের কোন দেশপ্রেম ছিল কিনা। যদি তারা স্বীকার করেন যে, তাদের দেশপ্রেম ছিল, তাহলে তাদের সামনে প্রশ্ন, তা কোন্ দেশের প্রতি ছিল। যদি বলেন, পাকিস্তান, তাহলে তো সর্বনাশ। একেবারে রাষ্ট্রদ্রোহী কথা! পাকিস্তানের প্রতি প্রেম ছিল এটা তো সম্পূর্ণ একটি 'রাজাকারী কথা'! আর যদি জবাব দেন, না কোন দেশপ্রেম ছিল না, '৭১ সাল থেকেই আমার দেশপ্রেমের শুরু, তাহলে প্রশ্ন দেখা দিবে আগে কি দেশপ্রেমের ভান করেছেন, প্রতারণা করেছেন, মিথ্যা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলেছেন? তখন যদি মিথ্যা প্রতারণা করতে পারেন দেশপ্রেম নিয়ে, তাহলে আজকে আপনার দেশপ্রেম যে নির্ভেজাল তার প্রমাণ কি? অতীতে যেমন বেঈমানী করেছেন, আজও তেমনি বেঈমানী আপনি করতে পারেন, দেশপ্রেম নিয়ে অভিনয় করতে পারেন।

সেদিন সম্পাদক সাহেব আমাকে আবার দেশপ্রেম বিষয়ক রচনাটির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ঘটনাক্রমে এক ভদ্রলোক তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমার তো ভাই দেশপ্রেম নিয়ে আরও অসুবিধা। বৃটিশ-ভারতের নাগরিক ছিলাম, পাকিস্তানের নাগরিক ছিলাম আর এখন বাংলাদেশের নাগরিক। ইতিহাস ও মানচিত্রের পরিবর্তনের সাথে আমার পরিচয়ের পরিবর্তন হয়ে গেছে, দেশপ্রেমেরও পরিবর্তন হয়ে গেছে। তিনি বৃটিশ ভারতকে ভালোবাসতেন, পরে পাকিস্তানকে ভালোবেসেছেন আর বর্তমানে বাংলাদেশকে ভালোবাসছেন। কিন্তু তার কথা যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে আরেক সমস্যা দেখা দেয়-আমাদের বাংলাদেশে প্রচলিত বর্তমান তত্ত্ব টিকে না। পাকিস্তানকে ভালোবাসতেন এমন লোক তো বাংলাদেশকে ভালোবাসতে পারেন না। ভালোবাসা তো দূরের কথা

www.nagorikpathagar.org

'পাকিস্তানের নাগরিক'কে আমরা একটি গালি বলে গণ্য করি। '৭১-এর আগে আমরা পাকিস্তানের নাগরিক ছিলাম বলে মানতেই রাযী নই।

দেশপ্রেমিক কে?

আমাদের দেশপ্রেম বিষয়ক জটিলতার এখানেই শেষ নয়। এক বন্ধু বললেন, এক নম্বর দেশপ্রেমিক কে? আমি জবাব দিলাম, কেন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা! তিনি বললেন, মুক্তিযুদ্ধের আগে দেশপ্রেম ছিল কিনা? যদি মুক্তিযোদ্ধারা হন, তবে কোন্ মুক্তিযোদ্ধারা? যেসব মুক্তিযোদ্ধা পরিকল্পিতভাবে নিজ দেশে থেকে নিজেদের অস্ত্রে নিজেদের খরচে জীবন বাযী রেখে যুদ্ধ করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা এক নম্বর মুক্তিযোদ্ধা। এই তালিকায় তো ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকও পড়ে এবং সরকারী হিসাব অনুযায়ী ভারতীয় সেনাবাহিনীর বার হাজার সদস্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিয়েছেন। তাদের ত্যাগকে কিভাবে অস্বীকার করা যাবে? আর এ নজীর পৃথিবীর কোথাও আছে কি যে, একটি দেশের সেনাবাহিনী অন্য দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে জীবন দেয়? সম্প্রতি অবশ্য কুয়েতকে ইরাকের দখলমুক্ত করে দেয়ার জন্য আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের বহু দেশের সেনাবাহিনী ও যুদ্ধজাহাজ পারস্য উপসাগর এলাকায় এসেছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের আমাদের এক নম্বর বা প্রথম কাতারের মুক্তিযোদ্ধা বলে মেনে নিই কিভাবে? এটি মনে হয় বেশ বিদঘুটে রকমের দেশপ্রেম বিষয়ক জটিলতা।

পঁচিশে মার্চের পর যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নিয়ে ভারতের অর্থ ও অস্ত্রের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন, তারা কোন্ পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধা? আবার আমাদের সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশের যেসব সদস্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের আগেই অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়েন, তাদের মর্যাদা কি? যাঁরা ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিতেই সময় শেষ করে দিলেন আর যুদ্ধে অংশগ্রহণের কোন সুযোগ পাননি, যেমন দেরাদুনে যারা ট্রেনিং নিয়েছেন তাদের ব্যাপারে এ কথা প্রযোজ্য। তারা কয় নম্বরের মুক্তিযোদ্ধা? আবার যারা শুধু ওপারেই গিয়েছেন যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি বা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন বা কিছুই করেননি, তারা কোন্ পর্যায়ের? যারা দেশের অভ্যন্তরে থেকে যুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, ভারতের মাটিতে যাননি যেমন কতিপয় বাম সংগঠন করেছে তাদের মর্যাদা কি হবে? যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে, তাদের মর্যাদা কি হবে? যারা কিছুই করেননি শুধু মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নিয়েছেন এবং যাদের সংখ্যা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার চাইতে অনেকগুণ বেশী, তাদের মর্যাদা কি হবে অর্থাৎ তারা কোন্ পর্যায়ের

www.nagorikpathagar.org

দেশপ্রেমিক? যারা ওপারে যাননি এবং যাদের সংখ্যাই বেশী অর্থাৎ এক লাখ লোক যদি ভারতে আশ্রয় নিয়ে থাকেন, তাহলে সাড়ে ছয় কোটিই দেশে ছিলেন। যারা দেশে ছিলেন তারা কি দেশপ্রেমিক? তাদের মধ্যে যারা পাকিস্তান নামক দেশের পক্ষে ছিলেন তাদের দেশপ্রেমের কি হবে?

পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হচ্ছে, 'আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান।' প্রশ্ন হচ্ছে দেশে কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন; আর তাদের সন্তান সংখ্যা কত? তালিকা প্রকাশ শুরু হয়েছিল, কিন্তু তালিকা সঠিক নয় বলে আপত্তি উঠায় তা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন একজন সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার বয়স হতে পারে ৩৫ বছর, তার কম নয়। যদিও বয়সসীমা ৩৩ বছর ধরে এখনও চাকরি দেয়া হচ্ছে। তারা যে কেমন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ১২ বছর বয়সে কোন্ সেক্টরে কিভাবে যুদ্ধ করেছেন তা তারাই ভালো জানেন, তাদের ঐ বয়সে একটি রাইফেল হাতে তুলে নেয়ার দৈহিক যোগ্যতা ছিল কি না এ প্রশ্নও আছে।

তারা কোন কাতারে?

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর এম, এ, জলিল ইসলামের কথা বলায় রাজাকার হয়ে গিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সবচাইতে বড় দাবীদার একটি রাজনৈতিক দলের নেতারা মেজর এম, এ, জলিলকে মুক্তিযোদ্ধা বলে স্বীকারও করতেন না এবং তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কোন বিবৃতি পর্যন্ত দেননি। মেজর এম, এ, জলিলের মত যারা পরবর্তীকালে ইসলামের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন, তারা কি মুক্তিযোদ্ধা থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছিলেন? তাদের কি দেশপ্রেমিক বলা যাবে? অথবা তারা কোন্ ক্যাটাগরির মুক্তিযোদ্ধা বা আদৌ মুক্তিযোদ্ধা কি না? কারণ একশ্রেণীর নেতা বিবৃতি দিয়েছিলেন, এরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

জনগণের অবস্থানঃ

এতো গেল মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেমিক বিষয়ক জটিলতা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া সমাজে যে বৃহত্তর অংশ জনগণ রয়ে গেছেন, তাদের দেশপ্রেম আছে কিনা বা থাকলে তার প্রমাণ কি? আজ থেকে বছর পঞ্চাশেক পরে যখন দেশে হয়তো বা আর মুক্তিযোদ্ধা থাকবেন না (অবশ্য তখন রাজাকারও থাকবেন না), তখন কি দেশে দেশপ্রেম থাকবে?

মুজিবের দেশপ্রেমঃ

দেশপ্রেমিক বা দেশপ্রেম বিষয়ক আরও জটিলতা আছে। পাকিস্তানের সাবেক মন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে বলা হয় জাতির জনক। অবশ্য

www.nagorikpathagar.org

তিনি পাকিস্তান আন্দোলনেরও কর্মী ছিলেন। যখন তিনি পাকিস্তানের মন্ত্রী ছিলেন নিশ্চয় তখন তাঁর দেশপ্রেমটা পাকিস্তানকে কেন্দ্র করেই ছিল। কারণ তখন বাংলাদেশ নামক স্বাধীন কোন দেশ হয়নি। যে দেশের জন্ম হয়নি সেই দেশকে কেন্দ্র করে দেশপ্রেম হতে পারে না। শেখ মুজিবের যদি পাকিস্তানের প্রতি দেশপ্রেম না থাকতো, তাহলে সে দেশের মন্ত্রী সভার সদস্য হওয়ার কথা নয়। আর দেশপ্রেম তো প্রতারণা বা অভিনয়মূলক হতে পারে না। সুতরাং একথা মানতেই হবে শেখ মুজিব দেশপ্রেমিক তথা পাকিস্তানপ্রেমিক ছিলেন। সর্বশেষ অর্থাৎ ২৫শে মার্চ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস তিনি বন্দী ছিলেন। তাঁর নামে মুক্তিযুদ্ধ চলেছে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রশ্ন তুলেছিলেন, "এটা কেমন যে স্বাধীনতা ঘোষণা করে তিনি পাকিস্তান সরকারের গ্রেফতার বরণ করলেন।" শেখ মুজিব পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী ছিলেন, সাবেক পাকিস্তানের মন্ত্রী ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। তাই বলে কি শেখ মুজিবের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে? না তা যাবে না। বরং স্বীকার করতে হবে যে, শেখ মুজিবের পাকিস্তানের প্রতিও দেশপ্রেম ছিল যেমন বাংলাদেশের প্রতি ছিল। আরো একটি সমস্যা হলো যে, আওয়ামী লীগারসহ বেশ কিছু লোক বলে থাকেন যে, যারা শেখ মুজিবকে জাতির পিতা মানে না, তারা আসলে স্বাধীনতাই মানে না। স্বাধীনতা না মানলে তো দেশপ্রেম থাকে না। যেসব দেশে জাতির জনক নাই, সেসব দেশের মানুষের স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের ব্যাপারটার কি গতি হয়েছে? মাত্র কয়েকটি দেশের জাতির জনকের কথাই আমরা জানি। তাও আবার কিছুদিন পর ওসব জাতির জনককে আর সেভাবে কদর করা হচ্ছে না। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে তো জাতির জনকের Conceptই নেই। তাহলে ওসব দেশের লোকেরা কি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয় বা দেশপ্রেম সেখানে নেই?

দেশপ্রেমিকের মানদণ্ড কি?

রাজনৈতিক অঙ্গনে দেশপ্রেমের ব্যাপারে রয়েছে আরও জটিলতর সমস্যা। যেমন মাঝে-মধ্যে রাজনৈতিক নেতারা আহবান জানান, দেশপ্রেমিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হোন। তাদের এ বক্তব্য প্রমাণ করে যে, তাদের মতে দেশে অদেশপ্রেমিক শক্তিও আছে। তাদের দেশপ্রেমিক বাছাই করা বা কাউকে দেশপ্রেমিক সার্টিফিকেট ফতোয়া দেয়া হবে কোন্ মানদণ্ডে? বিএনপি 'রাজাকার' আবদুর রহমান বিশ্বাসকে রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত করায় বর্তমানে একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় তীব্র

www.nagorikpathagar.org

সমালোচনা হচ্ছে এবং যথেষ্ট উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রকাশ করা হচ্ছে। বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতারা পর্যন্ত তাকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেউ তো এ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, রাজাকার স্বাধীনতা বিরোধী শাহ্ আজিজকে জেনারেল জিয়া প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন আর আরেক স্বাধীনতা বিরোধী আবদুর রহমান বিশ্বাসকে বেগম জিয়া প্রেসিডেন্ট বানালেন। 'স্বাধীনতা বিরোধী' জামায়াতের সমর্থন ও সহযোগিতা নেয়ার কারণে বিএনপি'র দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যে জামায়াতকে এবারের নির্বাচনে প্রায় অর্ধ কোটি ভোটার ভোট দিয়েছে, সেই জামায়াতের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে স্বাধীনতার দুশমন বলে প্রচার করা হচ্ছে। তাদের তো আর দেশপ্রেম থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

ওদিকে ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি করে একটি দল দেশের স্বাধীনতাকে ভারতের নিকট বিক্রয় করে দিয়েছিল বলে বলা হয়। ৬ বছর ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে কাটানোর পর শেখ হাসিনা ওয়াজেদ আওয়ামী লীগের নেত্রীত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর নেত্রীত্বে পরিচালিত এই দলটি সম্পর্কে দেশের উল্লেখযোগ্য মানুষের আপত্তি আছে এ কারণে যে, দলটি ভারতপন্থী আর ভারতপন্থী হয়ে বাংলাদেশপন্থী হওয়া বা খাঁটি বাংলাদেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ হলো, সেই আওয়ামী লীগের দেশপ্রেম নিয়ে যদি প্রশ্ন ওঠে, তাহলে বলার কি আর কিছু থাকে? যে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ভারত বিভক্ত হলো এবং তখন যে সীমানা নিয়ে তদানীন্তন পূর্ব বাংলা ছিল বা পূর্ব পাকিস্তান ছিল তাই আজকের বাংলাদেশ। এক ইঞ্চি সীমানাও আমরা বাড়াতে পারিনি বরং দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়ন ভারতকে ছেড়ে দিয়ে কিছু কমিয়েছি। মুসলিম লীগের সংগ্রামের ফলে ভারত বিভক্ত না হলে পূর্ব পাকিস্তান হতো না এবং সেই পূর্ব পাকিস্তান আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ হতে পারতো না। ১৯৭১ সালের মতপার্থক্যের কারণে মুসলিম লীগকে আজ স্বাধীনতা বিরোধী ও রাজাকারদের সংগঠন বলা হচ্ছে। অথচ ইতিহাসের বাস্তবতা এটাই যে, মুসলিম লীগ যে সংগ্রাম করেছিল তার মধ্যে দেশপ্রেম ছিল।

দেশপ্রেম আমদানিঃ

মানুষের দেশপ্রেম নিয়ে এমন সন্দেহ–সংশয় ও প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, সামগ্রিকভাবে হিসেব করলে দেখা যায় যে, দেশের কারোরই আজ দেশপ্রেম নেই। অর্থাৎ সাড়ে এগার কোটি মানুষের এই দেশে আজ দেশপ্রেমের ঘাটতি। দেশপ্রেম ছাড়া একটি স্বাধীন দেশ বাঁচে কি করে? আধুনিক বিশ্বে কোন দেশে কিছু ঘাটতি দেখা দিলে তা বাইরে থেকে আমদানি করেই পূরণ করা হয়ে থাকে। যেমন বর্তমানে আমরা পিঁয়াজ, রসুন, লবণ, আদা, ডাল পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানি

www.nagorikpathagar.org

করে ঘাটতি পূরণ করছি। তাহলে কি দেশপ্রেমের মত জাতির অস্তিত্ব রক্ষাকারী এই জিনিসটিও বাইরে থেকে আমদানি করতে হবে? দেশে আজ বড় অভাব দেশপ্রেমের। তাই এ অভাব কিভাবে পূরণ করা যাবে? দেশপ্রেম তো এমন জিনিস যা আমদানি করা যায় না। অথচ আমাদের পরস্পরের দেশপ্রেমের প্রতি আমাদের আস্থা নেই। এ অবস্থা আমরা মোকাবিলা করবো কি করে? কিছু রাজনীতিক ও সংবাদপত্র যে ভাষায় অন্যদেরকে স্বাধীনতার শত্রু আখ্যায়িত করে রাজনৈতিক অসততার পরিচয় দিচ্ছেন এবং হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন তাতে দেশের পরিবেশ বিষাক্ত হচ্ছে। পৃথিবীর আর কোন দেশে কি দেশপ্রেমের মত এত নাজুক বিষয় নিয়ে এত নাড়াচাড়া হয় বা অন্য কারো দেশপ্রেম সম্পর্কে এত প্রশ্ন তোলা হয়? অন্যের দেশপ্রেমকে চ্যালেঞ্জ করে এত লেখালেখি হয়? তাদের দেশের উন্নতির জন্য ইতিবাচক কাজ নিয়েই তো তারা ব্যস্ত থাকেন। বাংলাদেশে পরস্পরের দেশপ্রেম নিয়ে কেন এত কথা? জন্মভূমির টান, জন্মভূমির প্রতি মানুষের ভালোবাসা সহজাত এবং জন্মগত। জন্মভূমিকে ভালোবাসার কথা কাউকে শিখাতে হয় না। দেশের জনগণের দেশপ্রেমকে যারা চ্যালেঞ্জ করে, তাদের মতলবটা যে ভালো নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মানুষের দেশপ্রেম নিয়ে এমন সন্দেহ-সংশয় ও প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, সামগ্রিকভাবে হিসেব করলে দেখা যায় যে, দেশের কারো আজ দেশপ্রেম নেই। অর্থাৎ সাড়ে এগার কোটি মানুষের এই দেশে আজ দেশপ্রেমের ঘাটতি। দেশপ্রেম ছাড়া একটি স্বাধীন দেশ বাঁচে কি করে? আধুনিক বিশ্বে কোন দেশে কিছু ঘাটতি দেখা দিলে তা বাইরে থেকে আমদানি করেই পূরণ করা হয়ে থাকে। যেমন বর্তমানে আমরা পিঁয়াজ, রসুন, লবণ, আদা, ডাল পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানি করে ঘাটতি পূরণ করছি। তাহলে কি দেশপ্রেমের মত জাতির অস্তিত্ব রক্ষাকারী এই জিনিসটিও বাইরে থেকে আমদানি করতে হবে? দেশে আজ বড় অভাব দেশপ্রেমের। তাই এ অভাব কিভাবে পূরণ করা যাবে? দেশপ্রেম তো এমন জিনিস যা আমদানি করা যায় না। অথচ আমাদের পরস্পরের দেশপ্রেমের প্রতি আমাদের আস্থা নেই। এ অবস্থা মোকাবিলা করবো কি করে?

দেশপ্রেমকে যারা ফেরি করে বেড়াচ্ছেন, দেশপ্রেমকে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি মনে করছেন, কথায় কথায় অন্যদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, নতুন প্রজন্মের মাঝে মিথ্যাচার চালিয়ে জিঘাংসার পরিবেশ যারা সৃষ্টি করছেন, তারা এক আত্মঘাতী তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। তারা বুঝতে পারছেন না যে, কিভাবে

www.nagorikpathagar.org

তারা নিজেরাই নিজেদের শিকড় কাটছেন এবং জাতিকে দ্বিধা-বিভক্ত করছেন। তাদের অনুধাবন করা উচিত যে, দেশপ্রেম, মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার ইত্যাদি নিয়ে যারা মাতামাতি করছেন বা বাড়াবাড়ি করছেন সময়ের ব্যবধানে একদিন এমন হবে যেদিন মুক্তিযোদ্ধাও থাকবে না, রাজাকারও থাকবে না। কিন্তু দেশ থাকবে, দেশপ্রেম থাকবে।

'৭১-এ ইসলামপন্থীদের ভূমিকাঃ

সত্যিই যদি কেউ দেশদ্রোহিতামূলক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তার বিচার হতে পারে। কিন্তু তা না করে তাকে দেশের শত্রু, দেশদ্রোহী এসব বিশেষণে আখ্যায়িত করা যাবে না। আর রাজনৈতিক ইস্যুতে যদি মতপার্থক্য হয়, তাহলেও এ কারণে কাউকে দেশদ্রোহী বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ নেই। যত অদ্ভুতই হোক না কেন, ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বলেই তদানীন্তন দেশবাসী মেনে নিয়েছিলেন। দেশের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রশ্নে যে বৈষম্য দেখা দেয়, তার সমাধান নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মত-পার্থক্য ছিল। কেউ ছয় দফার কথা বলেছেন, কেউ পাঁচ দফার কথা বলেছেন। শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের একাংশ ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের কথা বললেও সুস্পষ্টভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের কথা বলেননি। '৭০ সালের নির্বাচনেও স্বাধীনতার জন্য জনগণের কাছে কোন ম্যান্ডেট চাওয়া হয়নি। জামায়াতে ইসলামী বা মুসলিম লীগসহ অন্যান্য দল এক পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসন দাবী করেছে। কনভেনশন মুসলিম লীগ ছাড়া সব দল এক সাথে আইয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার বহালের পক্ষে আন্দোলন করেছে। জামায়াত, আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, পিডিপি, নেজামে ইসলাম এক সাথে গোল টেবিল বৈঠক করেছে। আওয়ামী লীগের ছয় দফা দেশকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেবে বলে অন্যদের আশংকা ছিল। তারা পাকিস্তানকে এক রাখতে চেয়েছিলেন। জামায়াত মনে করতো এক পাকিস্তান ঠিক রেখে যদি ইসলামী হুকুমত তথা আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করা যায়, তাহলে বৈষম্যের অবসান হবে, জনগণের সমস্যার সমাধান হবে। মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ ও সামরিক শাসকগণই পাকিস্তানের দু' অঞ্চলের সৃষ্ট বৈষম্যের জন্য দায়ী। কারণ এরাই পাকিস্তানের ২৪ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচনে বিজয়ী জুলফিকার আলী ভুট্টোর খপ্পরে পড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। সেদি

www.nagorikpathagar.org

যদি জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহবান করা হতো এবং পরিষদে আলাপ–আলোচনা করে সমাধান বের করা হতো এবং জনগণের দাবী অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হতো, তাহলে শেখ মুজিব হতেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দল জামায়াতে ইসলামীর নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম বারবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি ও সভা–সমাবেশের বক্তব্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবী জানিয়েছেন। কোন টালবাহানা না করে শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া হলে ইতিহাস কোন্ খাতে প্রবাহিত হতো?

কিন্তু ১৯৭০ সালের মার্চের ৩য় সপ্তাহ নাগাদ ভুট্টো–ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনা ব্যর্থ হবার পর দেশবাসী ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার সাথে কোন ধরনের আলোচনা ছাড়াই কিংবা আহবান ছাড়াই এক ধূম্রজালের মধ্যে শেখ মুজিব স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ করেন এবং তাঁর সঙ্গী–সাথীরা ভারতে পাড়ি জমান। এহেন এক জটিল পরিস্থিতিতে পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রটির সংহতির পক্ষে যারা ছিলেন, তারা তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণেই ভারতে আশ্রয় নিতে পারেননি। তারা বাধ্য হয়েই পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করেন। মুসলমানদের অনেক ত্যাগ ও কোরবানীর বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভেঙ্গে ফেলার প্রশ্ন যদি না আসতো, তাহলে ইসলামপন্থী দলগুলো কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানের পক্ষ নিতো না। চীনপন্থী দলগুলোও ভারতের সহায়তায় পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলার পক্ষে ছিল না। ভারত সূচনা থেকেই পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিকে মেনে নিতে পারে নাই। তাই পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দুর্বল করার যে একটি চিন্তা ভারতের থাকতে পারে এই আশংকা তখন অনেক রাজনৈতিক নেতাই করতেন। আওয়ামী লীগ ব্যতীত পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কমবেশী এই সংশয় ছিল। বাংলাদেশ করার জন্য ভারতের সাহায্য–সহযোগিতার পিছনে যতটা না বাংলাদেশী জনগণের প্রতি দরদ ছিল তার চাইতে অনেক বেশী ছিল ভারতের নিজ স্বার্থ। আর তা হচ্ছে পাকিস্তানকে Cut to size করা। তাছাড়া Islamic Identity পরিহার করে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী দলগুলো যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের জয়গান গাওয়া শুরু করেছিল অন্যান্য রাজনৈতিক দল তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে স্বাভাবিকভাবেই। এমনই এক জটিল পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামীসহ সকল ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্ব পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে কারণ তখন পর্যন্ত পাকিস্তান একরাষ্ট্র ছিল। সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাওয়াটাকে তারা সমীচীন মনে করেননি। তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরের এই

www.nagorikpathagar.org

সমস্যাকে দেশের স্বাধীনতার সংকট বলে কেউ মনে করেননি। যদি তারা এটাকে স্বাধীনতার সংকট মনে করতেন, তাহলে ইসলামপন্থীরাই অগ্রগামী থাকতেন। সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে উপমহাদেশের প্রতিটি সংগ্রামে, আযাদী আন্দোলন ও বৃটিশ বিতাড়নের আন্দোলনের সূচনা ও নেতৃত্ব করেছেন ইসলামপন্থীরা। মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে ইসলামের বক্তব্য আপোসহীন। বৃটিশের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করেছেন ইসলামপন্থীরা; অসংখ্য আলেম, মুসলিম মনীষী ফাঁসির মঞ্চে গেয়েছেন আযাদীর জয়গান। আন্দামান দ্বীপে দেশান্তরিত হয়ে কারাবরণ করেছেন অসংখ্য মুসলিম নেতা। আন্দামানের শহীদদের তালিকা, যা এখনও সংরক্ষিত আছে সেই কারাগারে, তা পাঠ করতে গেলে চোখ ক্লান্ত হয়ে আসে। ইসলাম হচ্ছে আযাদী বা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। তাই ইসলামপন্থীরা কখনও স্বাধীনতা বিরোধী হতে পারে না। অনুরূপভাবে মিসর, আলজিরিয়া, লিবিয়া, সুদান, ইন্দোনেশিয়ার জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের জীবনীশক্তি ছিল ইসলাম। যখন সমাজতন্ত্রের বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নামগন্ধও ছিল না, তখনও ইসলাম নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তিসনদ হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে। আজও আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, মিন্দানাও ও মধ্য এশিয়ায় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা যোগাচ্ছে ইসলাম। দেশে দেশে ইসলামপন্থীরা স্বাধীনতার সাচ্চা সৈনিক। সুতরাং বাংলাদেশে এক বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামপন্থীরা বাংলাদেশ আন্দোলনের সাথে মতপার্থক্য করেছে এর অর্থ কখনও স্বাধীনতা বিরোধিতা নয়। সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ যাতে থাবা বিস্তার করে এই অঞ্চলের মুসলিম জনপদের স্বাধীন অস্তিত্বের উপর আঘাত হানতে না পারে সেই আশংকা থেকে তারা সেদিন ভূমিকা নির্ধারণ করেছিলেন। তারা চেয়েছিলেন পাকিস্তানকে এক রাখতে। কিন্তু তারা তা পারেননি। পাকিস্তান খন্ডিত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। ইসলামপন্থীরা অন্য সবার চেয়ে এই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রবর্তী এবং এই কাজ তারা করছেন। বাংলাদেশ নামক এই ভূ-খন্ড ইসলামিক আইডেনটিটির উপরই দাঁড়িয়ে আছে। এদেশের স্বাধীনতার উপর আঘাত আসলে আধিপত্যবাদী শক্তির পক্ষ থেকেই আসতে পারে। সমাজতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতার বদৌলতে এদেশের জনগণকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করা যাবে না। কেবলমাত্র ইসলামই হতে পারে এদেশের জনগণের স্বাধীনতার একমাত্র গ্যারান্টি।

www.pathagar.com

রাজাকার বিষয়ক জটিলতাঃ

আমাদের টেলিভিশন 'রাজাকার' কাকে বলে বা রাজাকার কেমন হয়ে থাকে তার একটি প্রতিকৃতি দাঁড় করিয়েছে। বিশেষ করে টেলিভিশনের নাটকে রাজাকার বলতে বুঝানো হয় এমন একজন লোক যার মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি ও শয়তানী হাসি এবং দেখতে শুনতে মোটামুটি একটা টাউট ধরনের লোক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে অনেক রাজাকার আছেন যাদের দাড়ি নেই তাদের কি হবে বা তারা কিভাবে পরিচিত হবেন। যেমন বিখ্যাত 'রাজাকার' সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ, বর্তমান প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস, বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী [সম্প্রতি তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক গোলাম আযমের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করায় তিনিও রাজাকার হয়ে গিয়েছেন।] 'রাজাকার' সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী এঁদের তো দাড়ি নেই। দাড়িওয়ালা, টুপিওয়ালারাই যদি শুধু 'রাজাকার' বলে বিবেচিত হন, তাহলে যারা দাড়ি-টুপিবিহীন তাদের পরিচয় কি হবে? 'রাজাকার' হিসাবে তো তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। কারণ এতে তারা রাজাকারের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছেন। তাদেরকে এভাবে বাদ দেয়ার অধিকার তো কারো নেই। এখন উপায় কি?

উপসংহারঃ

দেশপ্রেমকে যারা ফেরি করে বেড়াচ্ছেন, দেশপ্রেমকে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি মনে করছেন, কথায় কথায় অন্যদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, নতুন প্রজন্মের মাঝে মিথ্যাচার চালিয়ে জিঘাংসার পরিবেশ যারা সৃষ্টি করছেন, তারা এক আত্মঘাতী তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। তারা বুঝতে পারছেন না যে, কিভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের শিকড় কাটছেন এবং জাতিকে দ্বিধা-বিভক্ত করছেন। তাদের অনুধাবন করা উচিত যে, দেশপ্রেম, মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার ইত্যাদি নিয়ে যারা মাতামাতি করছেন বা বাড়াবাড়ি করছেন সময়ের ব্যবধানে একদিন এমন হবে যেদিন মুক্তিযোদ্ধাও থাকবে না, রাজাকারও থাকবে না। কিন্তু দেশ থাকবে, দেশপ্রেম থাকবে।

[দৈনিক সংগ্রামের সৌজন্যে]

প্রকাশকঃ ইতিহাস পরিষদের পক্ষে এফ রহমান, ছোট বলিমেহের, সাভার, ঢাকা **প্রকাশকালঃ** ডিসেম্বর ১৯৯১ **মূল্যঃ** এক টাকা

মুদ্রকঃ শহীদ সুলতান প্রেস, মগবাজার, ঢাকা

www.pathagar.com